কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

বিশেষ সংখ্যা

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫০ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০১৭ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৭

১৫

স্বাধীনতার মহান স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ ওমর ফারুক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৬৮৫৪৭৪৫১৭

সম্পাদকীয়

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখে ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়...........................

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ০৩
বিএডিসিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, বিএডিসি এর এক জানালা শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ০৪
বিএডিসি'র গবেষণার যাত্রা শুরু ০৫
বিএডিসি'র মাধ্যমে রাশিয়া ও বেলারুশ থেকে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মে.টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ০৭
বঙ্গের কৃষি হতে বঙ্গবন্ধু ০৮
বঙ্গবন্ধুর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা ১০
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, কিষাণ কিষাণির বাংলাদেশ এবং বিএডিসি ১১
তোমার শাহাদৎ বার্ষিকীতে ১২
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মহাপ্রয়ান ১৪
বঙ্গবন্ধু: জাতির জনক- আমার কাছে খোলা আকাশ ১৫
আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ১৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ মঙ্গলবার বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষ, দিলকুশা, ঢাকায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা এর আয়োজন করে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ওমর ফারুক, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কৃষি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাদ যোহর মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালী। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক, বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আবদুল মতিন পাটোয়ারী, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ ও বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আহাদ নূর মোল্লা। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন যুগ্মসচিব (নিওক) ও বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিএডিসিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিএডিসিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, বিএডিসি এর এক জানালা শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ২২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা ''জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, বিএডিসি এর এক জানালা'' শীর্ষক এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তী জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। মূখ্য আলোচক ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক বঙ্গবন্ধু পরিষদ সভাপতি জনাব মোঃ আমির আলী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সহ-সভাপতি জনাব মাসুদ আহম্মেদ, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র বিভাগীয় প্রধানগণ, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর নেতৃবৃন্দ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা ও বিএডিসি'র বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম বলেন, আগস্ট মাস বাঙালি জাতির ঘুরে দাঁড়ানোর মাস। এই মাসে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতি বাংলার মানুষ কখনোই তাদের ষড়যন্ত্র মেনে নেয়নি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু জীবনের দীর্ঘ সময় জেলে কাটিয়েছেন কিন্তু তিনি পাকিস্তানীদের ভয়ে ভীত ছিলেন না। কোনো দিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি কোনো ছাড় দেননি। তাই বাঙালি জাতি তাঁর প্রতি আস্থা রাখতে পেরেছিলো। যার কারণেই তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে এক করতে পেরেছিলেন। তাঁর ডাকেই মানুষ সাড়া দিয়েছিল এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হতো না।

জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ আরো বলেন, পাকিস্তানের মতো একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো বাহিনী আমাদের ছিলনা, কোনো ট্রেনিংও আমরা করিনি। অস্ত্র, সস্ত্রও ছিলোনা তেমন। তারপরেও যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বের কারণে। তিনি তার বিশাল ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাতিকে মোহাবিষ্ঠ করে রেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সাহসী করে গড়ে তুলেছিলেন এই জাতিকে, তাই পৃথিবীর অন্যতম এক পরাশক্তিকে পরাজিত করে

বাকি অংশ ০৬ এর পৃষ্ঠায়

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র গবেষণার যাত্রা শুরু

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে গত ২৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে "Inception Workshop of Research Activities" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেনসহ বিএডিসি ও বিএআরসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভার শুরুতেই সংস্থার গঠিত গবেষণা সেলের প্রধান সমন্বয়ক ড. মোঃ রেজাউল করিম বিএডিসি'র অর্ডিন্যান্স এর ধারা উল্লেখ করে গবেষণার মেন্ডেট তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিএডিসিতে ২২ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী কর্মকর্তা রয়েছেন; যাদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা রয়েছে। বিএডিসি'র গবেষণার মেন্ডেট থাকলেও তা দীর্ঘদিন যাবত বাস্তবায়ন হয়নি। সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ গবেষণা কার্যক্রমের স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিধায় তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় গত ০২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ রাজস্ব খাতের গবেষণা ও উদ্ভাবনীর জন্য বিশেষ বরাদ্দ ব্যবহার নীতিমালা/নির্দেশিকা, ২০১৬ তে বিএডিসিকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তিনটি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি বিএআরসি'র চেয়ারম্যান বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বিএডিসিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। বিএডিসি তার কর্মকাণ্ড দিয়ে দেশে ও বিদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বিএডিসিতে যেসকল সুবিধাদি রয়েছে তা ব্যবহার করে গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয় গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৭-এ বিএডিসি স্টলের ১ম পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৭-এ অংশগ্রহণকারী স্টলসমূহের মধ্য হতে সরকারি ও আধা-সরকারি স্টল ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করেছে। গত ১৬ জুলাই বন অধিদপ্তরের হৈমন্তী অডিটরিয়াম, আগারগাঁও এ বৃক্ষমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি এর কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুর ড. মোঃ মাহবুবে আলম। উল্লেখ্য বৃক্ষমেলায় এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "বৃক্ষরোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে।"

প্রথম পুরস্কার

বিএডিসিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, বিএডিসি এর এক জানালা শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

৪ পৃষ্ঠা এর পর

আমরা মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন করতে সামর্থ হয়েছি। সেই পরাজয়ের শোধ নেওয়ার জন্য বিদেশি প্রভুদের ইন্ধনে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকরে। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং হচ্ছে, এত কিছুর পরও আমরা ঘুরে দাড়িঁয়েছি।

বিশেষ অতিথি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সমুদ্র গর্জনের মতো ছিলো। সেই গর্জনে সাড়ে সাত কোটি মানুষ জেগে উঠেছিলো। তাঁর আহ্বানে ও নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে ভয় দেখানোর জন্য পাকিস্তানীরা কারাগারের পাশে কবর খুড়ছিলো। কিন্তু তাতেও তাকে ভয় দেখানো যায়নি। স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেননি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনো গোপন রাজনীতি করেননি, গ্রেফতার আর কারাবরণকে তিনি কখনো ভয় পেতেন না। তাকে গ্রেফতার করতে এসে পুলিশ না পেলে তিনি নিজে

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মূখ্য আলোচকের বক্তব্য রাখছেন সাপ্তাহিক বাংলা বার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান

খবর দিতেন। পাকিস্তান একটি বর্বর জাতি হয়েও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে সাহস পায়নি। কিন্তু এই জাতির কুলাঙ্গার কিছু লোক তাঁকে হত্যা করেছে। বিশ্বের অনেক দেশেই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো এমন স্বপরিবারের শিশু ও নারীসহ কাউকে হত্যার শিকার হতে হয়নি।

অনুষ্ঠানের মূখ্য আলোচক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সফলতার জন্য বহুবার তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিলো। আজীবন তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলন করে গেছেন। অনেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনীতিবিদের ভাষণকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দেয়। কিন্তু আমি বলব ৭ই মার্চের ভাষণই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। সামরিক শাসকের রক্তচক্ষু ও নানা রকম ভয়ভীতি, হুমকি ধামকি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির পথ নির্দেশনা দেন ৭ই মার্চ। স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে লাখ লাখ মানুষের লাশ পড়বে আর না দিলে তার রাজনীতি থাকবেনা এমন পরিস্থিতিতে তিনি খুবই দূরদর্শিতার সাথে ঐদিন প্রকারন্তে স্বাধীনতার ঘোষণাই প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর স্বাধীনতা ঘোষণার আর কিছু বাকী থাকেনা।

তিনি বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করেছে, অবজ্ঞা করেছে ও অসম্মান করেছে- তারা সবাই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বা হবে। সভা শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ড. মোঃ রেজাউল করিম।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের একাংশ

"১৫ আগস্ট"

রিয়াজ উদ্দিন
উপনিয়ন্ত্রক (অডিট)
সহকারী তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক,
বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন

হে জাতির পিতা
ভুলিনি আজও তোমার কথা

৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে
অর্জিত যে স্বাধীনতা,
তুমিই তো এনেছিলে
হে জাতির পিতা।

তোমার মনুষ্যত্ব
বীরত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব
নিয়ে সৃষ্টি হল
কত শত সাহিত্য।

তবুও শেষ হল না লেখা
তোমার গুণগান,
তুমি যে পুণ্যবান
হে চির মহান।

একদল পথভ্রষ্ট হায়েনার
বুলেটের আঘাতে,
বাঙালির স্বপ্ন সারথি
লুটিয়ে পড়িল মাটিতে।

শোকাবহ সেই ১৫ই আগস্ট
মর্মাহত বেদনা-বিধুর দিনে
বারে বারে তোমায়
খুবই পড়ে মনে।

তোমার তরে প্রণাম
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি,
তোমার মাগফেরাত কামনায়
দোয়া করি দুহাত তুলি,
মন-প্রাণ খুলি।

হে বিধাতা তোমার দরবারে
সঁপে দিলাম যারে,
তিনি সোনারবাংলার
স্বাধীনতার ঘোষক,
তিনি অমরকীর্তি গড়া
পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।
তাকে জান্নাত কর দান
দাও শহীদের সম্মান।

বিএডিসি'র মাধ্যমে রাশিয়া ও বেলারুশ থেকে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মে.টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশে মিউরেট অব পটাশ (এমওপি) সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিএডিসি'র মাধ্যমে রাশিয়া ও বেলারুশ থেকে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে রাশিয়ার Foreign Economic Association "Prodintorg" এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে Foreign Economic Association"Prodintorg" এর জেনারেল ডিরেক্টর Mr. Potapov Mikhail Petrovich এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান স্বাক্ষর করেন।

এছাড়া গত ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে Belarusian Potash Company এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে Belarusian Potash Company এর জেনারেল ডিরেক্টর Mrs. Kudryavets এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান স্বাক্ষর করেন।

এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত ১৭-২৪ জুলাই ২০১৭ রাশিয়া ও বেলারুশ সফর করে। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক এবং বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন Belarusian Potash Company এর জেনারেল ডিরেক্টর Mrs. Kudryavets এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

গত ১৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে ''বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভূমিকা'' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুণর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহকারী প্রকল্প পরিচালক ড. আজিজা বেগম। সেমিনারে বিএডিসি'র বিভাগীয় প্রধানগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গের কৃষি হতে বঙ্গবন্ধু

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম
সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

মাটি হতে মানুষের সৃষ্টি। আবার স্থানভেদে মাটি সৃষ্টিকরে অমর সন্তান। বাংলার পলি পলে পলে তৈরি করে এমন সন্তান যে শৃঙ্খলমুক্ত করে মানবতাকে মুক্তির পথ দেখায়। অঙ্কুর যেমন মাটি ভেদ করে পত্র-পল্লবে শোভিত হয় তেমনি এক মহান বীজ এ বঙ্গে মৃত্তিকার অঙ্গে প্রোথিত হয়।

বাংলার মাটি খুবই উর্বর। এখানে বীজ ফেললেই সোনা ফলে। এর লোভেই ফিরিঙ্গিরা এদেশে এসেছিল লুন্ঠন করতে। বর্গী, ব্রিটিশ, পাকিস্তানীরা এসেছিল শুধু এ দেশের সম্পদের লোভে। বেনিয়াদের এ লোভাতুর দৃষ্টিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন জীবনের শুরুতে যখন রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়।

'সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ার খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজকে এরা চেনেনা, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবেনা।' এ দেশটিকে ও এদেশের মানুষকে চিনেছিলেন। এজন্য জীবনের শুরু থেকে দিক নির্ধারিণে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের জুন মাসে পর্যবেক্ষণ "ভয়াবহ বন্যায় পূর্ব বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক বৎসর এ রকম হলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? এখনই দেশের অবস্থা খারাপ। তারপর আছে ট্যাক্স বা কর। আবার বন্যায় ফসল নষ্ট। এই দেশের হতভাগা লোকগুলি খোদাকে দোষ দিয়ে চুপ করে থাকে। ফসল নষ্ট হয়েছে, বলে আল্লা দেয় নাই, না খেয়ে আছে, বলে কিসমতে নাই। ছেলেমেয়ে বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়, বলে সময় হয়ে গেছে বাঁচবে কেমন করে! আল্লা মানুষকে এতো দিয়েও বদনাম নিয়ে চলছে। বন্যা তো বন্ধ করা যায়, দুনিয়ায় বহু দেশ করেছে। চীন দেশে বৎসরে বৎসরে বন্যায় লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হতো। সে বন্যা তারা বন্ধ করে দিয়েছে। হাজার কোটি টাকা খরচ করে ক্রুগ মিশনের মহা পরিকল্পনা কার্যকর করলে, বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি বন্যা হলেও, ফসল নষ্ট করতে পারবে না। এ কথা কি করে এদের বোঝাব! ডাক্তারের অভাবে, ওষুধের অভাবে, মানুষ অকালে মরে যায়-তবুও বলবে সময় হয়ে গেছে। আল্লা তো অল্প বয়সে মরার জন্য জন্ম দেয় নাই। শোষক শ্রেণি এদের সমস্ত সম্পদ শোষণ করে নিয়ে এদের পথের ভিখারি করে, না খাওয়াই মারিতেছে।"

কারাগারের রোজনামচায় লিখেন "বৃষ্টি আর ভাল লাগছে না। একটা উপকার হয়েছে আমার দূর্বার বাগানটার। ছোট মাঠটা সবুজ হয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসগুলি বাতাসের তালে তালে নাচতে থাকে। চমৎকার লাগে, যেই আসে আমার বাগানের দিকে একবার না তাকিয়ে যেতে পারে না। বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ- যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে এবং করতে চেষ্টা করে। তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয়। আমি লেগেই থাকি। কুলাতে না পারলে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনি। আজ বিকালে অনেকগুলি তুললাম। আমার মোরগটা আর দুইটা বাচ্চা আনন্দে বাগানে ঘুরে বেড়ায় আর ঘাস থেকে পোকা খায়। ছোট কবুতরের বাচ্চাটা দিনভর মোরগটার কাছে কাছে থাকে। ছোট মুরগির বাচ্চারা ওকে মারে, কিন্তু মোরগটা কিছুই বলে না। কাক যদি ওকে আক্রমণ করতে চায় মোরগ কাকদের ধাওয়া করে। রাতে ওরা একসাথেই পাকের ঘরে থাকে। এই গভীর বন্ধুত্ব ওদের সাথে। এক সাথে থাকতে থাকতে একটা মহব্বত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় বন্ধুর সাথে বেঈমানী করে। পশু কখনও বেঈমানী করে না।"

"সিভিল ওয়ার্ডের সামনে ছোট একটা মাঠ আছে। সেখানে কয়েকটা আমগাছ আছে। ফুলের বাগান করেছি। জায়গাটা ছাড়তে ইচ্ছে হয়না। আবার কোথায় দিবে ঠিক কি? রাতে যখন ঘুমাতে পারিনা তখন মনে হয় আর এখানে থাকবো না। সকাল বেলা যখন ফুলের বাগানে বেড়াতে শুরু করি তখন রাতের কষ্ট ভুলে যাই। গাছতলায় চেয়ার পেতে বসে কাগজ অথবা বই পড়ি। ভোরের বাতাস আমার মন থেকে সকল সকল দুঃখ নিয়ে যায়। আমার ঘরটার কাছের আম গাছটিতে রোজ ১০টা-১১টার সময় দুইটা হলদে পাখি আসে। ১৯৫৮ সালে দুইটা হলদে পাখি আসত। তাদের চেহারা আজও আমার মনে আছে। সেই দুইটা পাখির পরিবর্তে আর দুইটা পাখি আসে। পূর্বের দুইটার চেয়ে একটু ছোট মনে হয়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাখি দুইটা আসতো। এবার এসে তাদের কথা আমার মনে আসে, আমি খুঁজতে শুরু করি। এবারও ঠিক একই সময়ে দু'টা হলদে পাখি এখানে আসত। মনে হয় ওদেরই বংশধর ওরা। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই অথবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। ১০টা-১১টার মধ্যে ওদের কথা এমনিভাবেই আমার মনে এসে যায়। চক্ষু দুইটা অমনি গাছের ভিতর নিয়া ওদের খুঁজতে থাকি। কয়েকদিন ওদের দেখতে পাই না। রোজই আমি ওদের খুঁজি। তারা কি আমার উপর রাগ করে চলে গেল? আর কি ওদের আমি দেখতে পাব না? বড় ব্যথা পাব ওরা ফিরে না আসলে। পাখি দুইটা যে আমার কত বড় বন্ধু যারা কারাগারে একাকী বন্দি থাকেন নাই তারা বুঝতে পারবেন না।

বাকী অংশ ৯ এর পৃষ্ঠায়

আমাকে তো একেবারে একলা রেখেছে। গাছপালা, হলদে পাখি, চড়ু-ই পখি আর কাকই তো আমার বন্ধু এই নির্জন প্রকোষ্ঠে। যে কয়েকটা কবুতর আমার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে তারা এখনে বাচ্চা দেয়। কাউকেও আমি ওদের ধরতে দেই না। সিপাহি জমাদার সাহেবরাও ওদের কিছু বলে না। আর বাচ্চাদেরও ধরে নিয়ে খায় না। বড় হয়ে উড়ে যায়। কিছুদিন ওদের মা-বাবা মুখ দিয়ে খাওয়ায়। তারপর যখন আপন পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখে এবং মা-পায়রার নতুন ডিম দেওয়ার সময় হয় তখন ওই বাচ্চাদের মেরে তাড়াইয়া দেয়। আমি অবাক হয়ে ওদের কীর্তিকলাপ দেখি।

কাকের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। আমার সামনের আম গাছ কয়টাতে কাক বাসা করতে আরম্ভ করে। আমি বাসা করতে দেবনা ওদের। কারণ ওরা পায়খানা করে আমার বাগান নষ্ট করে, আর ভীষণভাবে চিৎকার করে। আমার শান্তি ভঙ্গ হয়। আমি একটা বাঁশের ধনুক তৈয়ার করে মাটি দিয়ে গুলি তৈয়ার করে নিয়েছি। ধনুক মেরেও যখন কুলাতে পারলাম না তখন আমার বাগানী কাদের মিয়াকে দিয়ে বার বার বাসা ভেঙে ফেলি। বার বারই ওরা বাসা করে। লোহার তার কি সুন্দরভাবে গাছের সাথে পেঁচাইয়া ওরা বাসা করে। মনে হয় ওরা এক এক জন দক্ষ কারিগর, কোথা থেকে সব উপকরণ যোগাড় করে আল্লাহ জানে! পাঁচটা আম গাছ থেকে ৫/৭ বার করে বাসা ভেঙে ফেলি, আর ওরা আবার তৈরি করে। ওদের ধৈর্য ও অধ্যবসায় দেখে মনে মনে ওদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হই। তিনটা গাছ ওদের ছেড়ে দিলাম-ওরা বাসা করল। আর একটা গাছ ওরা জবর দখল করে নিল। আমি কাদেরকে বললাম, ছেড়ে দেও। করুক ওরা বাসা। দিক ওরা ডিম। এখন ওদের ডিম দেয়ার সময়-যাবে কোথায়?"

এই সমস্ত বাসা ভাঙবার সময় আমি নিজে ধনুক নিয়ে দাঁড়াতাম আর গুলি ছুঁড়তাম। ভয় পেয়ে একটু দূরে যেয়ে চিৎকার করে আরো কিছু সঙ্গী সাথী যোগাড় করে কাদেরকে গাছেই আক্রমণ করত। দুই একদিন শত শত কাক যোগাড় করে প্রতিবাদ করত। ওদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে আমি মনে মনে প্রশংসা করলাম। বাঙালিদের চেয়েও ওদের একতা বেশি।

এখন চারটা বাসায় ডিম দিয়েছে। একটা বাসায় বসে আর একটা পাহারা দেয়। দাঁড়কাক ওদের শত্রু। দুই পক্ষের যুদ্ধও দেখেছি। তুমুল কাণ্ড! ছোট কাকের সাথে শেষ পর্যন্ত পারে না। দাঁড় কাক যুদ্ধ ভঙ্গ করে পালাইয়া যায়। বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে যদি দাঁড়কাকদের মত শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত তবে নিশ্চই তারাও জয়লাভ করতো। তাই কাকের অধ্যবসায়ের কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখে আমার মনে দুঃখও হয়েছে, কারণ আমার ঘর ভেঙেই তো আমাকে কারাগারে বন্দি করে রেখে দিয়েছে।"

'সমস্ত দেশটায় যাহা চলছে জেলেও সেই একই অবস্থা। দেখার লোকের অভাব। কেহ ভাল হতে চেষ্টা করলে তার সমূহ বিপদ।'

'যতই কষ্টের ভিতর আমাকে রাখুক না কেন, দুঃখ আমি পাবনা। কারণ কোনো ব্যথাই আমাকে দুঃখ দিতে পারে না এবং কোনো আঘাতই আমাকে ব্যথা দিতে পারে না।'

'কষ্ট দেও, যত পার। আমাদের আপত্তি নাই। আমরা নীরবে সবই সহ্য করব ভবিষ্যৎ বংশধরদের আজাদীর জন্য। আমাদের যৌবনের উন্মাদনার দিনগুলি তো কারাগারে কাটিয়ে দিলাম। আধা বয়স পার হয়ে গেছে। ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনোদিন। নিজে ভোগ নাও করতে পারি, দেখে যেতে নাও পারি, তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদী ভোগ করতে পারবে। কারাগারের পাষাণ প্রাচীর আমাকেও পাষাণ করে তুলেছে। এ দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মা-বোনদের দোয়া আছে আমাদের উপর। জয়ী আমরা হবই। ত্যাগের মাধ্যমেই আদর্শের জয় হয়।'

'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয় এবং কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশ খাদ্যে-শস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে পড়ে না থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।'

বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিয়েছেন। মধুমতি নদীর তীরে পাটগাতির নিভৃত গ্রাম থেকে উঠে আসা নিখাদ এক বাঙালি সন্তান বাংলাকে নিংড়িয়ে দেখেছেন। কাদা, মাটি, জল, ফল, পশু, পাখি, শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, নারী - তার চেতনাকে শাণিত করেছে। এদের জীবন মান উন্নয়নে সারা জীবন ত্যাগ করেছেন। বঙ্গের কৃষি থেকে জন্ম নিয়েছে - একটি নাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শোক সংবাদ

* সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, রংপুর জোন দপ্তরের আওতাধীন কাউনিয়া ইউনিট দপ্তরে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব জয়নুল আবেদীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ০২ জুলাই ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ বিল্লাল মিয়া গত ১৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* উপপরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, বগুড়া দপ্তরে কর্মরত ম্যাসেঞ্জার জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান গত ১৮ জুলাই, ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বঙ্গবন্ধুর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

মোঃ ওমর ফারুক ও মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালী
সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ)

বঙ্গবন্ধু বিএডিসি একসূত্রে গ্রথিত। বিএডিসি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পেছনে বিএডিসি ও তার বিশাল কর্মী বাহিনীর রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম। অবশ্য আমরা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি বিএডিসিসহ কৃষি মন্ত্রণায়লয়ের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দরদী অংশগ্রহণের ফলেই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ৭ (সাত) কোটি মানুষের বসবাস ছিল এই বাংলাদেশে। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পরিচালনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংস্থাটির কার্যক্রম ও সেবা কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সময়ের প্রয়োজনে ৪৬০টি থানা বিক্রয়কেন্দ্র করেছিলেন। এমনকি অতিরিক্ত গুদাম ও তৈরি করা হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট কালো রাত্রিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর সবচেয়ে বেশি আঘাত আসে কৃষকের আরাধ্য সংগঠন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এই বিএডিসির উপর। “সুনামীর” আঘাতের মত ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিএডিসি। সুদীর্ঘ ২৩টি বছর আওয়ামীলীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ১৯৯৬ সনের ১২ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহান জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার দিবস ২৩ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী “শেখ হাসিনা”। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী হন অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী। তাঁদের ঐকান্তিকতার কারণে দূর হয় বিএডিসিতে কর্মরতদের দুঃসহ জ্বালা যন্ত্রণার। অপসারিত হয় জগদ্দল পাথরটি। সৃজিত হয় সোনালী দিগন্ত। উন্মোচিত হয় নতুন দ্বার। ১৯৯৬ হতে ২০০১ পর্যন্ত বিএডিসি ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসে। আবার অশনি সংকেত। চাকরিচ্যুত করা হয় সাড়ে তিন হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে। সম্প্রসারিত বিএডিসিকে সংকুচিত করে তারা। যেন সুনামীর তাণ্ডবে বিধ্বস্ত সমস্ত বিএডিসি পরিবার। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এ অঙ্গন।

তারপর ২০০৮ সনের ২৯ ডিসেম্বর আবার জনগণের রায়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হন জননেত্রী শেখ হাসিনা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হন বেগম মতিয়া চৌধুরী। অদ্যাবধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিএডিসি আজ শুধু খাদ্যে স্বয়ংম্ভরই নয়, খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। ২০১২ সনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রাপ্ত হয় বিএডিসি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া বিএডিসিকে অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলেছেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের রাখাল রাজা, তৃতীয় বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা “জুলিও কুরি” সম্মানে ভূষিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদত বার্ষিকীতে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ রেজিঃ নং বি- ১৯০৩ (সিবিএ) এর পক্ষ থেকে রইলো অবনত মস্তকে বিনম্র শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশে প্রথম ভোর

সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অবঃ)
হিসাব বিভাগ, বিএডিসি

লেখার শুরুতে শুকরিয়া জানাই মহান আল্লাহর কাছে,
শেখ মুজিব নামে মহান নেতা আমাদের উপহার দিয়েছে।

জন্ম তাঁর সতেরই মার্চ, উনিশ শত বিশ সালে,
দিনটি ছিল বুধবার আর সূর্য উদয় কালে।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারে,
পর্দানশীল বেগম সায়রা খাতুনের উদরে।

জন্ম দিলেন আল্লাহ শেখ লুৎফর রহমানের ঘরে,
লালন পালন হচ্ছেন তিনি অতি আদরে।

শিশু থেকেই ছিলেন তিনি, বড়ই হৃদয়বান,
মানব দরদীও ছিলেন তিনি, ছিলেন মহিয়ান।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদির হাতটি ধরি,
ছাত্র জীবনেই নিলেন তিনি, রাজনীতির হাতে খড়ি।

শয়নে স্বপনে স্বপ্ন দেখতেন সোনার বাংলা গড়ি,
তাইতো তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করেই ছারি।

জীবন সাথী দিয়েছেন আল্লাহ, বেগম ফজিলাতুননেছাকে,
নামাজান্তে দোয়া করেন তিনি, উৎসাহ দেন স্বামীকে।

দুঃখী মানুষের দরদী বলেই বঙ্গবন্ধু উপাধি পায়,
দাবী আদায়ে আপোষহীন তিনি, পায়নাকো কোনো ভয়।

বাংলাদেশে প্রথম ভোর হয়েছিল যেই দিনে,
১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতার সেই দিনে।

দিনটি ছিল মঙ্গলবার তাই দেশের মঙ্গল হয়,
বাঙালি জাতির বাংলাদেশের প্রথম সূর্য উদয় হয়।

শেখ মুজিব আর বাংলাদেশ জন্ম একই সূত্রে গাঁথা,
বিশ্বে আর জন্ম হবে না বঙ্গবন্ধুর মত এক নেতা।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, কিষাণ কিষাণির বাংলাদেশ এবং বিএডিসি

প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন আদর্শবাদী ও আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আজীবন সংগ্রাম করে সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতা। বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ নামে বিশ্বে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭২-১৯৭৬) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের অন্যতম একটি ক্ষেত্র কৃষিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিষাণ কিষাণির বিরুদ্ধে লঘু দোষে রুজু করা লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা তুলে নেয়া হয়। কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও কীটনাশক উচ্চমূল্যে আমদানি করে গরিব চাষি ভাইদের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রায় বিনামূল্যে। সাশ্রয়ী সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। গভীর নলকূপ ও হালকা নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিগত ২৬ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকায় ভাষণে বলেছিলেন- "আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিন গুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে ডবল ফসল করতে পারবো না, দ্বিগুণ করতে পারবো না? আমি যদি দ্বিগুণ করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবেনা। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা, কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই- জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহিদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাল্লাহ হবেনা।"

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় কিষান-কিষাণির মর্যাদার জায়গাটি আরো গভীরে আমরা দেখতে পাই। বাকশালে তাই মেলে কৃষকের সরব উপস্থিতি। তার আগে থেকেই কৃষি কেন্দ্রিক একটি গ্রামমুখী অর্থনীতি ব্যবস্থার বিকাশে নানা উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে পরিবার প্রতি জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়। ২৫ বিঘাপর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন বঙ্গবন্ধু। ভূস্বামীদের হাত থেকে ভূমির মালিকানা বের করে এনে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে তা বিতরণের উদ্যোগ নেন। সমবায়ী পদ্ধতিতে কৃষকদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৩৫-এ বঙ্গবন্ধুর কৃষি সংস্কার আর কৃষক দরদি মনোভাবের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই আদেশে বলা হয়েছে, নদী কিংবা সাগর গর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে হতদরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। মহাজন ও ভূমি দস্যুদের হাত থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কৃষিজ পণ্যের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের শুল্ক থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আমলে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে দারুণ মনোযোগী ছিলেন তিনি। তাই কৃষিবিদ, কৃষি-পড়ুয়াদের প্রতি তার আহ্বান ছিল, 'আপনারা চেষ্টা করেন যাতে গ্রামের দিকে যেয়ে গ্রামকে উন্নত করা যায়। কৃষকদের উন্নত করা যায়। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, বাংলাদেশের যে আয় সেটুকু এখন আর শহর মুখো না হয়ে গ্রামমুখো হবে, যাতে কৃষকদের উন্নতি বেশি হয়।'

কতিপয় ঘাতকের কারণে গ্রামমুখী, কৃষিমুখী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের সময় আর পাননি বঙ্গবন্ধু। আমাদের অভাব মোচনের জন্য, সোনালি ফসলে গোলা ভরে তোলার জন্য কিষান-কিষাণির কৃতিত্ব আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু তাদের ভাগ্যের উন্নয়নে আমরা কী করছি? কৃষকদের উন্নতি, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কী করছি? আমাদের শিক্ষিত তরুণরা কৃষিতে অনাগ্রহী কেন? এসব প্রশ্নের সুরাহা নাহলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা পুরো চেহারা পাবেনা কোনো দিনই। এসব প্রশ্নকে সামনে রেখেই কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এর সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র বর্তমান সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান (বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব) স্যারের নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিশাল এক কর্মীবাহিনী।

আসুন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, কিষাণ কিষাণির বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা সবাই একটি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াই। সকল বিরোধী শক্তিকে উপেক্ষা করে জাতির জনককে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রেখে তাঁকে উপযুক্ত সম্মানের আসনে রেখে অন্তত এই একটি ব্যাপারে একমত হই কৃষিই সমৃদ্ধি।

তোমার শাহাদৎ বার্ষিকীতে..

মোঃ সামছুল হক
সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বিএডিসি একসূত্রে গাঁথা। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। ১৯৭২-১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন বছর সুযোগ পেয়েছিলেন দেশ সেবার। পাকিস্তানের মিউআলী কারাগারে যার ফাঁসির মঞ্চ সাজানো, কবর খোড়া হলেও সেখানে তাকে ফাঁসি দেয়া সম্ভবপর হয়নি, অথচ কি অকৃতজ্ঞ জাতি আমরা? স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় তাঁকে প্রাণ দিতে হলো। এ লজ্জা রাখি কোথায়!

স্বাধীনতা বিরোধী চক্র, এদেশীয় সাম্রাজ্যবাদের দোসর, মুৎসুদ্দী ক্ষমতালোভী কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি, প্রতিহিংসাপরায়ণ কতিপয় সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ভোর বেলা ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে সপরিবারে হত্যা করে। মনে পড়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সে আবেগ তাড়িত কথামালা, "ভাইসব, তোমরা আমাকে ডাকোনি, কিন্তু আমি তো এসেছি। বলো আমি কি দাদু আলিবর্দী খার সাথে বর্গি দমনে অংশ নেইনি? আমি কি তোমাদের ভালবাসিনি?" ক্ষমতাপিপাসুর দল তা শোনেনি। ঠিক তেমনি ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এ ধানমন্ডির বাড়িতে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিস্তল তাক করেছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, "তোরা কি চাস?" ঘাতকের দল তৎক্ষণাৎ গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে সমস্ত বুকটা। বুকে গুলি নিয়েছেন- পিঠে নয়। নিথর নিস্তরঙ্গ দেহটি পড়েছিলো বত্রিশের সিড়িতে।

"তাইতো, রইলো পড়ে পাইপ
আর গ্লাসের ফ্রেম কালোরঙ্গা
বত্রিশে সেদিন বয়েছিল
রক্তগঙ্গা"।

সেদিন জীবন দিতে হয় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে। হত্যা করা হয় শেখ কামাল, শেখ জামাল ও তাদের বধূদের। নবাগত বধূদের মেহেদির রঙ তখনো শুকিয়ে যায়নি। সর্বশেষে পাষণ্ডরা শিশু রাসেলকে যখন ধরলো তখন সে বলেছিলো "আমি পানি খাবো, আমি মায়ের কাছে যাব"-তাতেও নর ঘাতকদের হৃদয়টা টলেনি। অবোধ নিস্পাপ রাসেলকেও তারা হত্যা করলো (বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার স্বাক্ষী মোঃ মোহিতুল ইসলাম এর জবানবন্দি থেকে নেয়া)। দেশের বাইরে থাকায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জীবনে রক্ষা পেলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় '৭৫ এর ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিবাগত ভোর রাত্রিতে- সেদিন ছিল পবিত্র জুম্মার দিন। প্রত্যুষে মসজিদে আযান দিয়েছিল মুয়াজ্জিন- 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনাননাউম' অর্থাৎ 'ঘুম হতে নামাজ উত্তম'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন উপাচার্য ছিলেন বোস প্রফেসর ড. আঃ মতিন চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মাননা প্রদান করার কথা ছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেদিন অপরূপ সাজে সেজেছিল বিশ্ববিদালয় ক্যাম্পাস।

১৭৫৭ সনের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফর আলী খাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলো- "চেয়ে দেখুন আজ, বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে রক্তের আলপনা, ঘুমন্ত শিশুর শিয়রে মা জননী নিশা অবসনায় রত, কে তাকে আশা দেবে, কে তাকে ভরসা দেবে। কে শোনাবে জাগরণের সেই অভয়বাণী, উঠো মা উঠো, সাত কোটি সন্তান হিন্দু মুসলমান- যারা গাইবে জাগরণের জয়গান।" কি অভূতপূর্ব মিল। পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা করতে এসেছিলেন ফরাসি বীর সিনফ্রে আর ধানমন্ডির হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন কর্নেল সাফায়েত জামিল। সাতই মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার অনলবর্ষী বক্তৃতায় বলেছিলেন "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, রাস্তাঘাট তোমরা সবকিছু বন্ধ করে দেবে। আমি যা বলি তা মানতে হবে।"

২৫শে মার্চ ১৯৭১ রাতে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তান নেওয়ার শেষ মুহূর্তে অকুতোভয় বীর সেনানী মুহূর্তে রাত ১২ টার পর ওয়ারলেসে আঃ কাশেম সন্দীপ ও এম,এ, আজিজকে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দিলেন। ২৭ মার্চ ১৯৭১, পাকিস্তানি অস্ত্র জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেজর জিয়াকে কর্নেল অলিসহ অন্যেরা জোর করে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যেয়ে ঘোষণা করালেন "I do hereby declared our proclaimed on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman."

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিদেশি মিডিয়া ও নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেছিলেন, 'এতবড় নেতাকে তোমরা হত্যা করলে?' শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক-বড় মাপের নেতাকে হারাল আর ভারত হারাল তাদের অকৃত্রিম বন্ধুকে।' ড. ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখেনি-কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মত বিশাল হৃদয়ের মানুষ দেখেছি।' ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের ভাষা আমাদের জানা নেই। সারাদেশ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। পলাশী প্রান্তরের বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, মিরন, মোহাম্মদি বেগ, ঘসেটি বেগম, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ। তাদেরকে কাফফরা দিতে হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। মীরজাফর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে; ঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগমকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়; রায় দুর্লভের পুত্র মুকুন্দ বল্লভ অকালে প্রাণ

বাকি অংশ ১৩ এর পৃষ্ঠায়

হারায়; লর্ড ক্লাইভকে পানিতে ডুবে মরতে হয়েছে; জগৎশেঠ অর্থকষ্টে দিন কাটিয়েছে। রাজনীতি কত নিষ্ঠুর নরঘাতক মোশতাক, চুরি মামলায় ৮১ দিনের মাথায় গ্রেফতার। শেষ জীবনটা কাটে আগামাসিলেনে ঘর বন্দি হয়ে। পুত্রগণ লাশ দেখতে আসেনি।

ইতিহাস বড়ই করুণ আর মর্মান্তিক। পাপ কাউকেই রেহাই দেয়না। বেশি ষড়যন্ত্রকারি মেজর জিয়াকে জীবন দিতে হয়েছে নির্মমভাবে। চট্টগ্রামে গুলিতে গুলিতে তার সমস্ত দেহ ঝাঁঝরা করা হয়েছে। বীভৎস লাশ আনা হয়েছে ঢাকায়। কেউ দেখেনি চেহারা। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়েছে। মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত ৭ আসামির মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল আজিজ পাশা জিম্বাবুয়েতে অবস্থান করার সময় মারা গেছে। বাকি ৬ জনের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেঃ কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ পাকিস্তানে, লেঃ কর্নেল নূর চৌধুরী ও লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম কানাডায়, রিসালদার মোসলেউদ্দিন থাইল্যান্ডে, লেঃ কর্নেল এ,এম,রাশেদ চৌধুরী আফ্রিকায় এবং অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন কিসমত হাসেম কেনিয়া অবস্থান করছে। সময়ের দাবি, উল্লিখিত পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের ফাঁসির রায় কার্যকর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিএডিসি। সম্প্রসারিত বিএডিসি হয় সংকুচিত। কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে ৩৫০০ জনবলের হলো চাকুরিচ্যূতি, চাকুরি হারানোর শোকে জীবন প্রদীপ নিভে গেলো ৬ জনের। পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ; পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু আমাদেরকে বহন করতে হয়েছে। লেখাপড়া বন্ধ হলো চিরতরে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের। উঠান থেকে যখন লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন পুত্রকন্যাগণ কেঁদে কেঁদে বলছে "আমাগো বাবারে নিয়ো না-তাইলে ঈদে নতুন জামাকাপড় কিনে দেবে কে?" সে কান্নাররোলে পাখ-পাখালি গাছ-গাছালি হয়েছিল সেদিন স্তব্ধ। ছিল চারিদিকে নিস্তবদ্ধতা। চাকুরিচ্যুতদের পরিবারে নেমে এসেছে ঘোর অমানিশার অন্ধকার। অকুতোভয় বীর সেনানী বঙ্গবন্ধুর রক্ত শেখ হাসিনার ধমনীতে প্রবাহিত। যে রক্ত পরাভব মানে না। জনকের মতই তার তনয়া বিএডিসি পরিবারকে নিয়েছেন আপন করে। খুলে দিয়েছেন দক্ষিণের সব ক'টি জানালা। যার ফলে বিএডিসি আজ আপন মহিমায় ভাস্বর। হে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তুমি দীর্ঘজীবী হও!

খালেদা জিয়ার আমলে খাদ্য ঘাটতি হলো ২০ লক্ষ মেঃ টন। সার চাইতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয় ১৮ জন কৃষককে, পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী ক্ষমতায় থাকলে নতুন নিয়োগ হয়। খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ হয়। বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটে-খাদ্য রপ্তানির দেশে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হন বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত। বিএডিসি পেয়েছে ২০১২খ্রিঃ/১৪১৭ বঙ্গাব্দে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার"। পৌষের হাড় কাঁপানো শীত, চৈত্রের প্রখর রৌদ্র, আষাঢ়ের অঝোর ধারার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিএডিসির কর্মীদের ফসল ফলানোর মাধ্যমে এসেছে এ সকল পুরস্কার। শেখ হাসিনার আমলে শান্তি চুক্তি, সমুদ্র বিজয়, ছিটমহল সমস্যার সমাধান, ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কাজ হয় শুরু। পররাষ্ট্র নীতিতে আসে সফলতা। মুক্তিযোদ্ধাদেরসহ সাধারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হয় চাকুরির বয়সসীমা বৃদ্ধি, দেয় পে স্কেল, বাস্তবায়ন করে পে-কমিশন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে উলুধ্বনি হবে, অর্পিত সম্পত্তি ফেরৎ যাবে, এনালগ আমলের সে জিগির এখন ডিজিটাল যুগের মানুষ আর বিশ্বাস করেনা। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য খালেদা জিয়া এখন পাগলপারা। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা বেসামাল, স্বেচ্ছা নির্বাসনে কর্মীরা তাকে দর্শন দেয়না। সবশেষে লন্ডন যাত্রা। জানিনা কি তার অভিপ্রায়-কোথায় তার গন্তব্য।

শেখ হাসিনাকে ২১ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ২১ আগস্ট ২০০৪ এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড চার্জের সময় আওয়ামী লীগ কর্মীরা মানব ঢাল তৈরি করে শেখ হাসিনার জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিলেন। আইভি রহমানসহ একুশটি তাজা প্রাণ ঝরে গিয়েছে। আজও স্প্রিন্টার গায়ে নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকে। ঐ ঘটনায় উপস্থিত স্প্রিন্টারবাহি ঢাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র মোঃ হানিফ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বঙ্গবন্ধু যে বিএডিসিকে বুকে লালন করতেন-সেই বিএডিসি'কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সিং করছেন, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী তার দায়িত্ব প্রতিপালন করছেন, অচল হওয়া ক্ষয়িষ্ণু বিএডিসিকে বর্ধিষ্ণু করে চলেছেন। বিএডিসি পরিবারের সবচেয়ে দুঃখের ইতিহাস হচ্ছে বেগম মতিয়া চৌধুরী যে আসনে যে চেয়ারে বসে কৃষি মন্ত্রিত্ব পরিচালনা করছেন সেই চেয়ারে, সে আসনে খালেদা জিয়া আসীন করেছিলো যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামীকে। এ দুঃখ চিরদিনের! এ অপমান চিরকালের! বঙ্গবন্ধু সংরক্ষণ করতেন বিশ্ব কবি রবি ঠাকুরের 'সঞ্চিতা', জাতীয় কবি নজরুলের 'সঞ্চয়িতা', কবি সুকান্তের 'ছাড়পত্র'। আমরা সংরক্ষণ করব বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা'।

বঙ্গবন্ধুর ৪২তম শাহাদৎ বার্ষিকীতে আমাদের শপথ হউক আগামী ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক। বিএডিসি পরিবার সুখে শান্তিতে থাকুক।

"জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু"

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মহাপ্রয়ান

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম
উপসহকারী পরিচালক (বীবি) ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
বিএডিসি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, এবং সহ-সভাপতি, বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ

"তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব, তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

১৯৭১ এর ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে যাঁর বজ্র, প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই কথাগুলো। যা পাকদের শোষণ থেকে মুক্তিকামী প্রতিটি বাঙালির মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তিনি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ন্যায় ঝলসে উঠেছিলেন এবং তাঁর এই তেজস্ক্রিয় অবদানের কারণে, বলিষ্ঠ সুসংগঠিত ও সুসংহত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। স্বাধীনতার মহান সেই স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্ব-পরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল নর ঘাতকেরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট। শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়া যাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল, যাঁর জীবন যৌবন কেটেছে শুধু বাঙালি জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার অক্লান্ত অব্যর্থ প্রয়াসে, নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে। যাঁর বজ্রকণ্ঠের হুংকারের জন্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জেলে। তিনি সু-দীর্ঘ ২৩ বছরে ১৪ বার গ্রেফতার, প্রায় ১৩ বছর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ ও দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। যে অসীম সাহসী বীরপুরুষ এর প্রতিনিয়ত প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে উঠত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জীবনের কোনো বাঁধাই যাকে বেঁধে রাখতে পারেনি, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত গর্জে উঠতেন যিনি। যাঁর বজ্রকণ্ঠের সাথে বীর বাঙালিরাও গর্জে উঠত। তাঁর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, নারকীয় ঘটনা, একি কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ বা জাতি সহ্য করতে পারে? তাই ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে, বিশ্বের ইতিহাসে এক বর্বররোচিত কলংকজনক কালো অধ্যায়, ইতিহাসের এক জঘন্যতম নজিরবিহীন হৃদয়বিদারক ঘটনা। এ বীর বাঙালিকে এভাবে অকালে অপ্রত্যাশিতভাবে হারাতে হবে এ কথা কেউ কখনো ভাবেনি, কল্পনাও করতে পারেনি। যে সমস্ত কাপুরুষ, বর্বর ঘাতক সেদিন নারী শিশু নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল, যারা ইতিহাসের সকল নিয়ম পাল্টে দিতে চেয়েছিল, তারা কখনো শান্তি পাবে না এই বাংলার মাটিতে, বিশ্বের কোথাও এমনকি পরপারে গিয়েও। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী এই পুরুষ পরাধীন দেশে স্বাধীনতা এনেছেন, সবুজ বাংলাকে তরতাজা রক্তলাল সূর্যখচিত পতাকা দিয়েছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থেকেছেন, সৃষ্টি করেছেন হাজারো ইতিহাস; কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ, হারিয়ে গেল চিরতরে সেই বীর পুরুষের অঙ্গুলি হেলানো, সুকঠিন প্রতিবাদ।

সেনাবাহীনির বিপথগামী কিছু উচ্ছৃঙ্খল সদস্য আর বিশ্বাসঘাতক খুনী মোস্তাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর গং -এর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, মাছুম শিশু শেখ রাসেলসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকে নৃশংসভাবে হত্যার জন্য বেছে নিয়েছিল ১৫ আগস্টের সেই কালো রাতটিকে। বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনকের মর্মান্তিক সেই মৃত্যুতে।

রবি ঠাকুরের কথাই ঠিক 'রেখেছ, বাঙ্গালি করে মানুষ করোনি'। তা না হলে কিভাবে তারা এমন একজন বাঙালির বুকে বুলেট চালাতে পারে? এ দায় কার? গুটি কয়েক হত্যাকারীর? ইহা সমগ্র জাতির?

ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর এই নশ্বর দেহকে হত্যা করেছে ঠিকই; কিন্তু তাঁর আজন্ম লালিত সুখী সমৃদ্ধি সোনার বাংলা গড়ার, দুঃখী মানুষের মুখে হাসিফোটাবার স্বপ্ন ও আদর্শকে মুছে দিতে পারেনি বাঙালির হৃদয় থেকে।

দেশ মাতৃকার জন্য ৭৫ এর ১৫ আগস্ট তাঁর বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাঙালিকে ভালোবাসার চরম মূল্য তিনি দিয়েছেন। তাঁর রক্তের এই ঋণকে আমরা শোধ করতে পারি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। তাই, আজকের এই দিনে শোকের আবেগ সুসংহত করে ও শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জঙ্গিমুক্ত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষে দৃপ্ত শপথ নিতে হবে আমাদের সবাইকে।

"পেয়েও হারিয়েছি; জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়েছি শপথ: স্বপ্নের সোনার বাংলা করবো বিনির্মাণ।"

বঙ্গবন্ধু: জাতির জনক- আমার কাছে খোলা আকাশ

খন্দকার তানভীর আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রয় বিভাগ

“জীবনে ফোঁটা ফুলের প্রথম ভোর
তুমি এলে মোর
আদর্শের বলে বলিয়ান
বঙ্গবন্ধু তুমি মহিয়ান”

দশম শ্রেণির ছাত্র হিসেবে যখন ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেই বিষয়টি ছিল বঙ্গবন্ধু। কারো কারো কাছে মনে হতে পারে বিষাদ সিন্ধু, আমার কাছে খোলা এক নীল আকাশ যার কোনো সীমা নেই। অসীম সম্ভাবনার একটি নাম, গর্ব হয় যখন একটি স্বাধীন দেশে আমার জন্ম। একথা সত্যি পরাধীনতা দেখিনি বলে স্বাধীনতার মানে হয়তো আমরা সেভাবে বুঝি না। হয়তো বোঝার চেষ্টা করি, তারপরও হৃদয়ঙ্গমে বিষয়টা অনেক বেশি ব্যাপ্ত। স্বাধীনতাকে বুঝতে হলে মিলিয়ে দেখতে হবে সে সময়ের পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রাসী শাসন আর বর্তমান দিগন্ত মেলিত সুনীল আকাশ, যেখানে বলাকা সোনালি বিকেলে তার ডানা ঝাঁপটায়, অতিথি পাখিরা আসে দেশ থেকে দেশান্তরে, আরেকটি দেশে। স্বাধীনতাকে দেখতে হলে দেখতে হয়- বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহবানে- “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম”। মুক্তির পথ যেখানে আমাদের জানা ছিল না, তাই মুক্তির পথের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান - আমাদের জাতির পিতা। যখন আজকে বিএডিসি'র কৃষি ভবনের করিডোরে স্বাধীনভাবে হাঁটি তখন বঙ্গবন্ধু তোমাকে দেখতে পাই। আমরা কি আর জানতাম কিভাবে নিজের কথা বলতে হয়। তুমি শিখিয়ে দিয়েছ বাঙালি জাতিকে। অনেকটা সুকান্তের মত বলতে হয়- “এ জাতি দূর্মর, পুড়ে ছারখার তবু মাথা নোঁয়াবার নয়”। সীমাহীন কত দিন রাত্রি পেরিয়েছ তুমি মাঠে ময়দানে। দুর্বল কৃষাণীও তোমার কথায় হয়ে উঠেছে তেজোদ্দীপ্ত। বাঙালি কবির কবিতাকেও যেন দিয়েছ এক নতুন মাত্রা। স্বাধীনতার সুফল তাই পৌঁছাচ্ছে স্বরে স্বরে, প্রতিটি ঘরে ঘরে। আমাদের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকতে পারে, তারপরও আমরা বাঙালি। ওই হানাদার পাকিস্তানীদের করুণায় তো আর থাকতে হচ্ছে না। আমার দেশ আছে বলে আমরা আছি। যার জন্য দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- আমার কাছে সেই খোলা আকাশ।

“সেচে, সারে ভরা আহা বিএডিসি !!
কত নবান্নে, পূর্ণ অন্নে কাটে চাষার দিবানিশি,
আহা বঙ্গবন্ধু !! তোমার জন্যে কত সেবা নিছি,
হই এক, দশে বেক (সবাই) মিলেমিশি ।

তাই আমারও প্রাণ কাঁদে- যদি একটিবার দেখা পেতাম তোমায়- আমার দোড়বারান্দায় কিবা এই করিডোরে- যেথায় তুমি ধরে আছো আমায় তোমার বাহুডোরে।

(১৫ আগস্ট- শোকের মাসে জাতির পিতা তোমায় জানাই সশ্রদ্ধ সালাম হাজার বার-
গর্জে উঠুক মূহুমূহু ধ্বনিতে বারবার- “ বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর)।

মেধাবী মুখ

নুসরাত জামান জুঁই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আপডেট ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে Bachelor of Dental Surgery (B.D.S) Final Professional পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। জুঁই বিএডিসি'র সমন্বয় বিভাগের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান এর একমাত্র কন্যা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম (পুষ্প) ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডের অধীনে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি পাবনা আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ হারুন-উর-রশীদের ২য় পুত্র। মাজহারুল তার আগামী ভবিষ্যতের জন্য সকলের দোয়াপ্রার্থী।

মেহেদী হাসান সুভন ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে নটরডেম কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুভন বিএডিসি'র ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্পের, কৃষিভবন, ঢাকা দপ্তরে কর্মরত সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোঃ এসএম এমাদুল হকের একমাত্র ছেলে। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

চলতি মৌসুমে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি

২০১৭-১৮ বর্ষে আমন মৌসুমে বন্যায় ক্ষতির কারণে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বিভিন্ন খামারে ২৮.০০ একর, আলু বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ৮.০০ একর, সবজি বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ২.০০ একর, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ১.০০ একর, এএসসি নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ১.০০ একর এবং পাটবীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ১০.০০ একরসহ মোট ৫০.০০ একর জমিতে আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধানঃ আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সেঃ মিঃ পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার-মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই। ধানের জমিতে আগাছা ধানগাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবীজাতের উফশী আমনজাত যেমন: বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬, আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণকালে ৫/৬ টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হয়।

পাট বপনের সময় হতে এসময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাটগাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরাপঁচা ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজিঃ এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজ বপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণ মত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোর হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুইপাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপনের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্যঃ ঘরে সংরক্ষিত বোরোবীজ, গম বীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈলবীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাসঃ আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে। এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখির বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবেই কেবল কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈলফসলঃ এ সময়ডাল ও তৈলফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারি মসুর ৫,৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল তৈল ফসলের জমি উত্তমরূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ হারে ইউরিয়া টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করতে হবে।

শীতকালীন সবজিঃ আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সবজির চারা বীজতলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূলজমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুই দিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোকে মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালং শাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বা সারি করে বুনে দিতে হবে।

আলুঃ এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা, ও স্থানীয় জাতের মধ্যে কুফরী, সিন্দুরী জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়ার অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তমরূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকেনা বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বাজেট সভায় সংস্থার চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব উত্তম কুমার রায় এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শুভেচ্ছা জানান সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম

Drip Irrigation শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

চিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ওমর ফারুক

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের একাংশ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট সূর্যদয়ের সাথে সাথে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত "Inception workshop of Research Activities" শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৭ এ বিএডিসি প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। পুরস্কারটি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানকে হস্তান্তর করছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ভাল বীজে ভাল ফসল

উন্নত মানের সুষম সার ব্যবহার করুন

পরিমিত সেচ দিন

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।